ঝিনাইদহের পদ্মাকর ইউনিয়নে দলের বৃহত্তর স্বার্থে ৭ প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১ নং পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপির সম্ভাব্য সাত প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

একই সঙ্গে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ নিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে সাতজনের মধ্য থেকে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

প্রার্থীদের দাবি, সাতজনের মধ্যে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হলে সবাই তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। এতে নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। তবে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ভোট বিভক্ত হয়ে পরাজয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলেও তারা মনে করেন।

সম্প্রতি পদ্মাকর ইউনিয়নে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাত চেয়ারম্যান প্রার্থী একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে ঐকমতে পৌঁছান। এ সময় তারা দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে একজন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। ঐক্যবদ্ধ হওয়া সাত প্রার্থী হলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রভাষক জাহাঙ্গীর হোসেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো.আতিক মল্লিক, ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মো. রুহুল আমিন, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ মোহন, সদর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল আলিম, সদর উপজেলা বিএনপির অর্থবিষয়ক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন মল্লিক এবং সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন মিন্টু।

এ সময় প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাফুলুর রহমান, সাবেক যুবদল সভাপতি এসএজি রাজলু, প্যারোড হোসেন, রোকনুজ্জামান, ইমরান হোসেন শুভ, খয়বার হোসেন, সরোয়ার মোল্লাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে সাত প্রার্থী বলেন, দলের বৃহত্তর স্বার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। বিএনপি যদি সাতজনের মধ্য থেকে যোগ্য একজনকে

মনোনয়ন দেয়,তাহলে বাকি সবাই তার পক্ষে কাজ করবেন। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

তাদের প্রত্যাশা, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি ও সদর উপজেলা বিএনপি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সাতজনের মধ্য থেকে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দেবে।

মুজিবনগরে কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের ইউনিয়ন পর্যায়ে দুটি খেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার আয়োজনে শুরু হয়েছে ১ম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখা এবং পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) মুজিবনগরের শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং দারিয়াপুর ফুটবল মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের মোনাখালী ইউনিয়ন ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন পর্যায়ের দুটি কাবাডি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন পর্যায়ের কাবাডি প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

মোনাখালী ইউনিয়ন পর্যায়ের খেলায় উপস্থিত ছিলেন নগর থানার ওসি (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবির, ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মোখলেসুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ-সভাপতি আজিম উদ্দিন গাজী এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কাবাডি খেলায় উপস্থিত ছিলেন

দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান।

এ সময় মুজিবনগর থানার পুলিশ কর্মকর্তাসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আয়োজক ও অতিথিরা বলেন, “মাদককে না বলি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি”—এই বার্তাকে সামনে রেখে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। কাবাডির মতো গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি তরুণদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আরও বলেন, খেলাধুলা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করে। পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রাম থেকে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে এ আয়োজনকে ঘিরে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা

বর্তমান সরকারের সফলতা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জনসভার আয়োজন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি।
বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার আনন্দবাস বাজার প্রাঙ্গণে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দীন বিশ্বাস ও হারুন উর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মান্জারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মাস্টার, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাশেম আলী মণ্ডলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কলাবাড়ি হাই স্কুল মাঠে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে দল-মত নির্বিশেষে ইউনিয়ন এলাকার শত শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলের সার্বিক আয়োজন করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন।

[redacted]

[redacted]

আমার প্রতিপক্ষ গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুকে পরিষদে জোর করে বসানোর অপচেষ্টা করেন। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্র, লাঠি-সোঁটা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ দখল ও চাল উঠলে তা লুট করার ঘোষণা দেন। এতে রাইপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্র লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন।

গত মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে শত শত সশস্ত্র লোক নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে এলে এলাকার লোকজন তাদের সেই হামলা প্রতিহত করেন। তারপর থেকে এলাকার সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে বুধবার সারাদিন ১০/১৫টি মোটরসাইকেলযোগে সন্ত্রাসীরা পরিষদের আশপাশে আসে এবং নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে আমাকে খুঁজতে থাকে।

তিনি আরও বলেন, অত্র ইউনিয়নের প্রায় ৩২শ হতদরিদ্র মানুষের ভিজিডির চাল উত্তোলন এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তিনি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান প্রশাসনিক সহযোগিতা করে হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ করতে।

এদিকে এলাকার ভুক্তভোগীরা বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফের চাল না পেলে অনেকের ঈদের আনন্দই মাটি হয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা মারামারি বুঝি না। আমরা দরিদ্র মানুষ। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল ঈদের আগেই আমাদের দেওয়া হোক।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টির দ্রুত সমাধান না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাল বিতরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির সমাধান হবে এবং ঈদের আগেই ভিজিএফের চাল পাবেন প্রকৃত উপকারভোগীরা।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ও বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের মধ্যে ভিজিডির চাল বিতরণ ও প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে সৃষ্ট সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুসহ উভয় পক্ষের প্রায় ১০ জন আহত হন। আহত আলফাজ উদ্দীন কালুকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই লিখিত অভিযোগ দেয়নি। লিখিত অভিযোগ দিলে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

রিটের নামে প্রহসন বন্ধ ও অবিলম্বে প্রশাসক নিয়োগের দাবিতে হাউলী ইউনিয়নে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে দীর্ঘ এক যুগ ধরে নির্বাচন বন্ধ থাকার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে নির্বাচন ও প্রশাসক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১১টায় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ইউনিয়নবাসীর আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দল-মত নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখেন “রিটের নামে প্রহসন বন্ধ করো” এবং “হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে অবিলম্বে নির্বাচন চাই, প্রশাসক নিয়োগ চাই।”

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সীমানা-সংক্রান্ত জটিলতা ও একের পর এক রিট আবেদনের কারণে প্রায় এক যুগ ধরে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৫ আগস্টের পর এ ইউনিয়ন পরিষদে কোনো মামলা না থাকলেও সম্প্রতি চারজন ইউপি সদস্য নতুন করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করে প্রশাসক নিয়োগ ও নির্বাচন কার্যক্রম ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছেন।

বক্তারা আরও বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় উপজেলা প্রশাসন প্রশাসক নিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় নতুন করে রিট করায় প্রশাসক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায় এবং নির্বাচন

কার্যক্রম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে।

মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন হাউলী ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শাহ তাজ আলম, হুমায়ুন কবির ডাবলু ও রজব আলী সুমন প্রমুখ।

তারা অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার করে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান এবং নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ইউনিয়নবাসীর ভাষ্য, দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মাঝে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত এ জটিলতার অবসান চেয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের পাড়া মহল্লায় ভোট প্রার্থণা জামায়াত প্রার্থীর

ন্যায় ভিত্তিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন ও দুঃশাসন এবং বৈষম্য মুক্ত সমাজ গঠনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দানের আহ্বান জানিয়ে পাড়া মহল্লায় ভোট চাইলেন মেহেরপুর-২ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ভোট প্রার্থণার পাশাপাশি দোয়া চান তিনি। এসময় গণভোটেরও আহবান জানান।

এসময় তিনি বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দ্বীন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ভোট ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মফিজুল

ইসলাম, কাজীপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর আব্দুর রাজজাক, সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুব বিভাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, গাংনী উপজেলা ছাত্রশিবির সভাপতি সিহাব হোসেনসহ জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় নাজমুল হুদা বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে, সরকারের ট্যাক্স বিহীন গাড়িতে চড়বোনা। সরকারের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা জনগণকে বুঝিয়ে দেবো। জনগণের সেবক হয়ে আপনাদের সেবা দেবো।

“দেশ ও জাতিকে দুর্নীতি, দুঃশাসন এবং বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন, তাহলে গাংনীসহ সারাদেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।”

এ সময় নেতাকর্মীরা ভোটারদের মাঝে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সদস্য ইসমাইল হোসেন আর নেই

দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক হাবিবুর রহমানের বড় ভাই ইসমাইল হোসেন (৭২) আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় তিনি যশোর সিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মাথাব্যথাজনিত রোগে ভুগছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মরহুম ইসমাইল হোসেন দর্শনা উপজেলার পরাণপুর গ্রামের মৃত আব্দুল ওহাব মণ্ডলের বড় ছেলে এবং কেরুজ

শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দুইবারের নির্বাচিত সাবেক সদস্য ছিলেন।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টায় দর্শনা পরাণ স্কুল মাঠে তাঁর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পরাণপুর গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজা নামাজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মরহুমের জন্য দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে তাঁর মাগফিরাত কামনা করা। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান ও তৈয়ব আলী, দর্শনা বিএনপির সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, বিএনপি নেতা প্রভাষক মশিউর রহমান, শরীফ উদ্দিন, লুৎফর রহমান, সাবেক নতিপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনির হোসেন, সাবেক পৌর ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।

এছাড়াও আত্মীয়স্বজনসহ শত শত মানুষ জানাজায় অংশ নেন। মরহুমকে একনজর দেখতে তাঁর বাড়িতে ভিড় করেন এলাকাবাসী।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

দর্শনার গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থীর পথ সভায়

ধর্মভীরু আমরা, কিন্তু আমরা ধর্মান্ধ না বলে মন্তব্য করেছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের

খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহ-সভাপতি আক্তার হোসপন, সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির মহাব্বত আলী, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামসহ ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া-মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে বিকেল ৫টায় আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর স্কুল মাঠে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, “দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন। তাঁর দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে আন্তরিক দোয়া কামনা করছি।” তারা আরও বলেন, বেগম জিয়ার সুস্থতাই এখন দলের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপ’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ ও ওমর ফারুক লিটন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেনসহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মোনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।